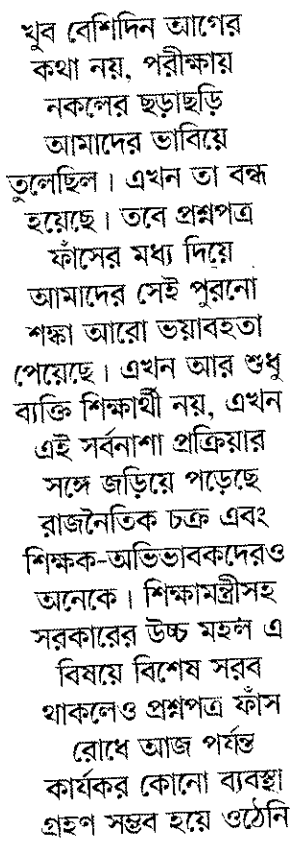


বছরের শেষ ও শুরুতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা



আমরা প্রায়ই শিক্ষা নিয়ে নানা রকম উন্নয়ন ও সমস্যার কথা শুনে থাকি কিংবা বলে থাকি। ২০১০ সালের শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষা আইন প্রণয়নের কথা থাকলেও আজ পর্যন্তও তা সম্ভব হয়নি। বেশ কয়েকবার এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তা চূড়ান্ত রূপ পায়নি।

পারিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এখানেই প্রশ্নের সমাধান। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তো দূরে থাকে, এ বিষয়ে সামান্যতম প্রসঙ্গের খবরও আমরা পাই না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি অভিযোগের খবরও আমাদের পাই না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষায় লাখ লাখ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন শিক্ষকরা। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপে শিক্ষকরা যুক্ত থাকেন। এমনকি পরীক্ষা নেওয়ার লক্ষ্যে কক্ষে দায়িত্বরত শিক্ষকদের হাতে আধা ঘণ্টা আগেই প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মাধ্যমে কখনোই প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় না। তাহলে অন্যথা পাবলিক পরীক্ষা কিংবা চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস কেন হচ্ছে? তাহলে কি শুধু শিক্ষকরাই দায়ী? নাকি অন্য কোনো রহস্য রয়েছে? এ বিষয়গুলো এখন খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। এসবের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পূর্ণই মূলাফাভিত্তিক হয়ে ওঠার পাশাপাশি নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি করবে। বিশেষ করে প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ, শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম, পাঠ্যপুস্তক বিতরণে অনিয়ম, ভর্তি কি ও বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে নৈরাজ্যের পরিস্থিতি প্রভৃতি রোধ করতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
sultanimahmud.rana@gmail.com